বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
ঢাকা ■ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার ■ ২৩ নভেম্বর ২০২৩

পিঁয়াজ খেত পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক –বাংলাদেশ প্রতিদিন

বারি-৫ পিঁয়াজে ঝুঁকেছেন চাষিরা

মেহেরপুরে মৌসুমে ১২২ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য

মেহেরপুর প্রতিনিধি

অল্প সময়ে অধিক মুনাফা লাভের আশায় মেহেরপুরের চাষিরা বারি-৫ পিঁয়াজ চাষে ঝুঁকেছেন। কৃষি বিভাগের দাবি, গ্রীষ্মকালীন বারি-৫ জাতের এ পিঁয়াজ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে ঘাটতি দূর করা সম্ভব হবে। অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হবেন কৃষকরা। এ বছর ১ হাজার ৭০০ কৃষক ২৩০ হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের চাষ করেছেন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছে ৬ হাজার ৯০০ টন। ইতোমধ্যে পিঁয়াজের গুঁটি নেওয়া শুরু হয়েছে। এক মাসের মধ্যে শুরু হবে পিঁয়াজ উত্তোলন। পিঁয়াজের ফলন আশানুরূপ হলে চাষিদের ঘরে আসবে প্রায় ১২২ কোটি টাকা, অভিমত জেলা কৃষি বিভাগের। এসব কৃষককে সরকারিভাবে বিনামূল্যে বীজসহ নানা উপকরণ দিয়েছে কৃষি বিভাগ। পিঁয়াজ চাষি কবির আলম বলেন, গ্রীষ্মকালীন বারি-৫ জাতের পিঁয়াজে বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ খরচ ৪০ হাজার টাকা। বিঘাতে ১২০ থেকে ১৩০ মণ ফলন পাওয়া যাবে। বাজারদর ঠিক থাকলে বিক্রি হবে দেড় লাখ টাকার উর্ধ্বে।

প্রতি বিঘায় ১২০-১৩০ মণ ফলনের আশা

মেহেরপুর সদরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন বলেন, ঘাটতি মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের সার্বিক পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষকরা এ পিঁয়াজে প্রচুর লাভবান হবেন। যদি ৪০ টাকা কেজিও পায় তাও বিঘাপ্রতি প্রায় ২ লাখ টাকার কাছাকাছি দাম পাবেন চাষিরা।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসরণ অধিদফতরের জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা বলেন, এখানকার মাটি ও জলবায়ু গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজ চাষের উপযোগী। এ বছর সরকারিভাবে কৃষকদের প্রণোদনার মাধ্যমে তিন পর্যায়ে প্রায় ১ হাজার ৭০০ বিঘা জমিতে পিঁয়াজ চাষ করা হয়েছে। এ পিঁয়াজে জেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ঢাকা ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৩ নভেম্বর ২০২৩ ভোরের কাগজ

‘টিসা’ চাষে সফল রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

মোহাম্মদ ইলিয়াছ, রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) থেকে : পাহাড়ের পতিত জমিতে টিসা ফল চাষ করে সফলতা পেয়েছে রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়া, মাটি ও তাপমাত্রা ভালো থাকায় টিসা ফল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। তাই পাহাড়ের কোনোরকম ক্ষতি না করে পতিত জমিতে বাণিজ্যিকভাবে এই ফলের চাষ করে কৃষকরা লাভবান হতে পারে এবং কৃষি অর্থনীতিতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এছাড়া এই ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন– কেক, চকলেট, জুস এবং আইসক্রিম তৈরি করা হয়।

রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, টিসা ফল (এগ ফ্রুট) উৎপত্তি হয় দক্ষিণ মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার অঞ্চল হতে। ভিটামিন, মিনারেল ও ওষধি গুণ সমৃদ্ধ এই ফলের জাত বাংলাদেশের জন্য একটি মাইনর ফ্রুট বা অপ্রচলিত জাত। চার থেকে পাঁচ বছরের একটি গাছে গড়ে ৪৫০ হতে ৫০০টি ফল ধরে। ফলের ওজন গড়ে ১৭০ হতে ১৯৫ গ্রাম হয়ে থাকে। গাছ প্রতি ফলন হয় ৬৫ হতে ৭০ কেজি। এই ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ প্রায় ৮০ হতে ৮২%। প্রতিটি পরিপক্ব ফলের রং হলদে কালার হয়।

রাইখালী পাহাড়ি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০১৫ সালে টিসা ফলের চাষ শুরু হয়।

রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় পাহাড়ের পতিত জমিতে টিসা ফলের বাগান –ভোরের কাগজ

পরবর্তীতে ২০২১ সালে প্রথম ফুল এবং ফল আসে গাছে। গবেষণা কেন্দ্রের ২০টি গাছের প্রতিটিতে এখন ফলন হয়েছে। উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই ফলটির ভেতরের অংশ দেখতে অনেকটা সিদ্ধ ডিমের কুসুমের মতো। তাই এটাকে এগ ফ্রুটও বলা হয়। গত ছয় বছর যাবত বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই ফল নিয়ে সফলতা অর্জন করেছে।

গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, ২০২২-২০২৩ সালে টিসা ফলের ওপর একটি পরীক্ষায় চারটি জার্মপ্লাজম অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণা কেন্দ্রে রোপণ করা হয়। এই ফলটির স্বাদ এবং গন্ধ ডিমের মতো, তাই এটিকে ডিম ফলও বলে। বংশবিস্তারের জন্য বীজ থেকে টিসা ফলের চারা উৎপাদনের পাশাপাশি গ্রাফ্টিং বা কলম পদ্ধতির মাধ্যমে চারা উৎপাদন করতে সফলতা এসেছে। পাহাড়ে টিসা ফলের চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষকরা ব্যাপক লাভবান হবে। গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সহকারী মো. সামছুদ্দোহা বলেন, কমবেশি টিসা ফলটি সারা বছর ফলন দেয়। বর্ষা মৌসুমের আগে বা পরে স্বাভাবিক সার দিলে হয় এই গাছগুলোতে। এই গাছে কোনো রোগ হয় না এবং সহজে চাষাবাদ করা যায়।